বাংলাদেশঃ দেশের ভেতর পাচারের ভুক্তভুগীদের সুরক্ষার ব্যবস্হা করুন, বললেন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ

ঢাকা/জেনেভা (৯ নভেম্বর ২০২২)--মানবপাচার রোধে, বিশেষভাবে, যৌন প্রতারণা, বাল্য বিবাহ, জোরপূর্বক শ্রমের উদ্দেশ্যে পাচার মোকাবেলায় সচেষ্ট হতে বাংলাদেশকে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে বলেছেন জাতিসংঘের একজন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ; সেই সঙ্গে প্রতারণার শিকারদের অধিকার ও সুরক্ষাকল্পে কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

দশ দিনের সফর শেষে জাতিসংঘের মানবপাচার বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক সিওভান মুলালী আরও বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং পাচার রোধে বৈষম্যহীন সহযোগিতা ও সুরক্ষার পদক্ষেপ নিতে বলেছেন।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ এক বিবৃতিতে জানান, "শিশু পাচার ভয়াবহ ঝুঁকির ব্যাপার। জন্ম নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি ও শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে এ বিষয়টির ওপর নজর দিতে হবে। কোনো সম্প্রদায়কেই এ ব্যাপারে নজরের বাইরে রাখা উচিত হবে না।"

তিনি বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানান, উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্হান করা বিভিন্ন লৈঙ্গিক পরিচয়ের মানুষের যৌন প্রতারণার উদ্দেশ্যে পাচার রোধে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকা উচিত।

মুলালী তাঁর সফরকালে পাচার ও প্রতারনার শিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে দেখা করেন, তাদের অনেকেই জোরপূর্বক যৌনকর্ম, শ্রম প্রতারণা, গৃহস্হালির কাজ, শিশু ও বাল্যবিবাহের উদ্দেশ্যে পাচারের শিকার হয়েছিল।

মুলালী তাঁর সফরকালে ঢাকা ও কক্সবাজার যান, প্রায় ১০ লাখ মানুষ অবস্হান করছে এমন একটি রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। তিনি সিলেট পরিদর্শনেও যান। ঝুঁকিতে থাকা শিশু ও পাচারের শিকার ব্যক্তিদের কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন।

মুলালী জানান, "সকল সম্প্রদায়ে শিশু জন্ম নিবন্ধন হার বৃদ্ধি ও বাল্যবিবাহ নিরসনসহ শিশু পাচার বন্ধে আরও পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। আমরা জানি, যৌন কর্মীদের শিশুরা উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে এবং তাদের শিশুদের জন্ম অনেকক্ষেত্রে নিবন্ধিত নয়।"

বিশেষ প্রতিবেদক জানান, "বিশেষভাবে নারী অভিবাসীদের জন্য নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনের সুযোগ বৃদ্ধি করা জরুরি। যেসকল নিয়োগ সংস্থা এবং মধ্যস্থতাকারীরা উচ্চ নিয়োগ ফি এবং প্রতারণামূলক কাজের মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে শোষণ করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও প্রয়োগে অনেক ফাঁকিবাজি থাকায় অভিবাসী নারী গৃহকর্মীরা, বিশেষ করে, গৃহকর্মের জন্য পাচারের ঝুঁকিতে রয়েছে এমন নারীরা ভয়ঙ্কর নির্যাতনের শিকার হয়।"

বিশেষজ্ঞ আরো বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষভাবে উপকূলীয় অঞ্চলকে প্রভাবিত করছে। বাস্তুচ্যুতি বৃদ্ধি এবং শহরের দিকে অভিবাসন ঝোঁকের কারণে জীবিকার সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে। এসবের ফলে শোষণের বর্ধিত ঝুঁকি তৈরি হয় কারণ শিশু এবং পরিবারগুলি সুরক্ষা, জীবিকা বা আশ্রয় ছাড়াই চলে।"

প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মুলালী বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেন। যখন অনেক দেশ সুরক্ষার প্রয়োজনে তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিচ্ছিল, তখন বাংলাদেশ অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে, এবং কর্তৃপক্ষকে তাদের নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করার জন্য আরও আন্তর্জাতিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে।

বিশেষ প্রতিবেদক জানান, "শরণার্থী শিবিরের পরিস্থিতি, কর্মসংস্থান বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকা এবং চলাচলে বিধিনিষেধ, বাল্য বিবাহ, যৌন শোষণ এবং জোরপূর্বক শ্রমের উদ্দেশ্যে পাচারের ঘটনা হতাশা এবং শোষণের ঝুঁকি বাড়িয়েছে।"

"পাচারের শিকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য শিবিরের মধ্যে সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদানের ক্ষমতা সীমিত, যা অবশ্যই প্রসারিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পুনর্বাসনের জন্য বর্ধিত সুযোগ এবং স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন সহ টেকসই সমাধানের সুযোগ প্রদান করতে হবে," তিনি বলেন।

সমাপ্ত

২০২০ সালের জুন মাসে সবধরনের মানবপাচার রোধের উন্নতিকল্পে এবং ভুক্তভুগীদের মানবাধিকার রক্ষা ও সমুন্নত রাখার পদক্ষেপ সমূহকে উদ্‌বুদ্ধকরণে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলকর্তৃক সিয়োভান মুলালী (আয়ারল্যান্ড) কে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।এছাড়াও তিনি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব আয়ারল্যান্ড, গালওয়ে-এর মানবাধিকার আইন বিষয়ের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল-এর অধীনস্থ আইরিশ সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস্ এর ডিরেক্টর। বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে তিনি কাউন্সিল অব ইউরোপ গ্রুপ অব এক্সপার্টস অন অ্যাকশান এগেইন্সট ট্রাফিকিং ইন হিউম্যান বিয়িংস (জিআরইটিএ) এর একজন সদস্য ছিলেন, এবং জিআরইটিএ-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ২০১৬-২০১৮তে, এবং প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত।

বিশেষ প্রতিনিধিগণ মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ প্রক্রিয়ার অংশ। বিশেষ প্রক্রিয়াসমূহ মূলত কাউন্সিলের স্বাধীন তথ্যানুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিরই নামান্তর, যা নির্দিষ্ট কোনো দেশের অবস্থা বা পরিস্থিতিকেই তুলে ধরে। উক্ত বিশেষ প্রক্রিয়াই মানবাধিকার ব্যবস্থার স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের সবচেয়ে বড় অংশ। বিশেষ প্রক্রিয়ার বিশেষজ্ঞরা ঐচ্ছিকভাবেই কাজ করেন, তারা জাতিসংঘের কর্মী নন, এবং এর জন্য তারা বেতনও নেন না, যে কোনো সরকার বা সংস্থার আওতাধীন নয়। তারা নিজস্ব সক্ষমতায় স্বাধীনভাবে কাজ করেন।

আরো তথ্য পেতে অনুগ্রহপূর্বক যোগাযোগ করুন: মিস ক্লারা পাসক্যুয়াল ডি ভার্গাস/ Ms Clara Pascual de Vargas (cpascualdevargas@ohchr.org)

জাতিসংঘের অন্যান্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে জানতে মিডিয়া অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন: রেনাতো রোজারিও ডি সুজা/ Renato Rosario De Souza (renato.rosariodesouza@un.org) অথবা ধাড়ীশা ইন্দ্রগুপ্ত/ Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

টুইটারএ জাতিসংঘের অন্যান্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কিত খবর জানতে এই লিংকে দেখুন: @UN_SPExperts.